দৈনিক ইনকিলাব

27/9/2001

তারিখ ...

পৃঃ ১ কলাম ৩...

ভার্সিটির ক্লাস বন্ধ রেখে আ'লীগপন্থী শিক্ষকরা নেমেছেন নির্বাচনী প্রচারণায়

ইনকিলাব রিপোর্ট ঃ দেশের সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আওয়ামীপন্থী শিক্ষকরা আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচার-প্রচারণায় অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন এলাকায় অবস্থান করার কারণেই এসব বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মূলত বন্ধ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তথাকথিত ছাত্র ধর্মঘট ও সংঘাত-সংঘর্ষের অজুহাতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অচল করে রেখে অঘোষিত ছুটির মাধ্যমে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রচারণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এজন্য তারা সুসংগঠিত ও দলে দলে বিভক্ত হয়ে গত কয়েকদিন যাবত চিহ্নিত কিছু আসনে অবস্থান করছেন। এ মুহূর্তে আওয়ামীপন্থী শিক্ষকদের পক্ষে ঐ নির্বাচনী কাজ ফেলে স্ব স্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস বা পরীক্ষা নেয়া সম্ভব নয় বলেই অচল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সচল করার কোন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না। ইচ্ছাকৃতভাবেই কোন উদ্যোগ নিচ্ছেন না বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভিসিসহ শিক্ষকরা।

সংশ্লিষ্টসূত্র জানায়, আগামী ১ অক্টোবর অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষে এবং বিএনপি তথা চারদলীয় জোটের বিপক্ষে নানা ধরনের তৎপরতা চালিয়ে জনমত গঠনের উদ্দেশে ইতোমধ্যে আওয়ামী বলয়ের শিক্ষকদের নিয়ে গঠন করা হয়েছে 'বাংলাদেশ সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক পরিষদ।' এ পরিষদের ব্যানারে শিক্ষকরা চিহ্নিত বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ আসনে অবস্থান করে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের পক্ষে ব্যাপক নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেছেন। অপরদিকে জাতীয়তাবাদী ইসলামী শক্তি জিতে আসার সম্ভাবনা আছে এমন আসনগুলোতে তাদের প্রার্থীদের বিরুদ্ধে এসব শিক্ষক সুকৌশলে কাজ করে যাচ্ছেন। দেশের প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ অচল থাকার কারণে শিক্ষকদের নির্বাচনী তৎপরতার পথ আরও সুগম হয়েছে। সূত্র জানায়, তত্ত্বাবধায়ক সরকার

২-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

ভার্সিটির ক্লাস বন্ধ রেখে আওয়ামীপন্থী শিক্ষকরা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ক্ষমতা গ্রহণের পর শিক্ষকরা ছাত্র সংগঠনগুলো দিয়ে ইস্যু সৃষ্টি করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অচল করে দেয়। এভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অচল রাখার নীলনকশা বাস্তবায়ন করে বন্ধের নামে অলিখিতভাবে এক মাসের ছুটি নিয়ে অনেক শিক্ষক নির্বাচনী তৎপরতায় নেমে পড়েন। অচলাবস্থা নিরসনে তাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। আওয়ামীপন্থী শিক্ষকরাও নির্বাচনী প্রচারণার সুবিধার্থে বিশ্ববিদ্যালয় খোলা রাখার ব্যাপারে কোন আগ্রহ প্রকাশ করছেন না এবং এ ব্যাপারে কোন উদ্যোগও নেয়া হচ্ছে না। আগামী নির্বাচন পর্যন্ত সচল করা হবে না। নির্বাচনের পরে বিষয়টি নিয়ে শিক্ষকরা চিন্তা করবেন। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিরাজমান অচলাবস্থা দীর্ঘ হয়েছে। সুকৌশলে এর দায়দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া হয়েছে ছাত্র সংগঠনসমূহের উপর। স্বার্থান্বেষী মহল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপর এর দায়ভার চাপিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় অচল রেখে আওয়ামীপন্থী শিক্ষকরা আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে জয়ী করার লক্ষ্যে সর্বশক্তি নিয়ে মাঠে নেমেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের আওয়ামীপন্থী ভিসিরাই সুসংগঠিতভাবে শিক্ষকদের মাঝে দায়িত্ব বণ্টন করেন। বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে শিক্ষকদের এখন কোন মাথাব্যথা নেই। কিভাবে আওয়ামী লীগকে আবার ক্ষমতায় আনা যায় তাদের উপর এখন এই অ্যাসাইনমেন্ট দেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে গঠিত হয় বাংলাদেশ সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক পরিষদ। শিক্ষকদের কাজে সহযোগিতা করেন ছাত্রলীগ ও স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা। ইতিমধ্যে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতারা ১৮টি টিমে বিভক্ত হয়ে দেশের নির্বাচনী আসনগুলোতে অবস্থান করছেন। শিক্ষকরাও বণ্টিত এলাকায় অবস্থান নিয়ে স্থানীয় বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষকদের নিয়ে আওয়ামী লীগের পক্ষে এবং বিএনপি তথা চার দলীয় জোটের বিপক্ষে জনমত গঠনের চেষ্টা চালাচ্ছেন। গঠিত পরিষদ তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্বাচনের আগেই বিভিন্ন এলাকায় সকল পেশার লোকদের সাথে শতাধিক সুধী সমাবেশ করবে। এছাড়া যেসব আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী তুলনামূলকভাবে দুর্বল সে এলাকায় শিক্ষকরা অধিক গুরুত্ব দিয়ে প্রচার-প্রচারণায় সহযোগিতা করবেন। ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগের সমর্থক শিক্ষকরা দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেসব শিক্ষকদের নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করার সম্ভাবনা রয়েছে তাদের নানাভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন। বুদ্ধিজীবী মহলেও চলছে জোর তৎপরতা। এদের মূল উদ্দেশ্য যতটা না আওয়ামী লীগকে জেতানো, তার চেয়ে বেশী চেষ্টা ইসলামপন্থী প্রার্থীদের পরাজিত করার মাধ্যমে তাদের সংসদে আসা ঠেকানো। একটি পার্শ্ববর্তী দেশেরও চিহ্নিত কিছু এনজিওর পেছনে মদদ রয়েছে বলে জানা গেছে। এ লক্ষ্যে জামায়াত ও ইসলামী ঐক্যজোটসহ ইসলামীমনা প্রার্থীদের পরাজিত করার লক্ষ্যে তাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হবে। টার্গেট করে নানা কৌশলে কাজ করা হবে। লেখনী ও বক্তব্যের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের সাফল্যের গীত গাইবেন শিক্ষকরা। আর চার দলীয় জোট সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়ানো হবে।

বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে সুপরিকল্পিত উপায়ে বিএনপি তথা জোটের বিরুদ্ধে বিষোদগার চালানো হবে। ১৯৭৫ থেকে '৯১ পর্যন্ত শাসনামলের তীব্র সমালোচনামূলক বক্তব্য লিফলেট আকারে সমাজের নানা স্তরে ছড়িয়ে দেয়া হবে। আওয়ামীপন্থী শিক্ষকরা জনগণের কাছে এ বলে প্রচারণা চালাবেন যে, 'আমরা কোন দলের নই। আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী। আমরা মনে করি চার দলীয় জোট ক্ষমতায় আসলে দেশে তালেবানী ভাব প্রতিষ্ঠা করা হবে', 'মহিলাদের অবরুদ্ধ করা হবে', 'বাংলাদেশ আবার পাকিস্তান হয়ে যাবে' ইত্যাদি অপপ্রচার চালিয়ে ভোটারদের মধ্যে ভীতি ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে।